14 OCT 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

যুগান্তর

জাবিতে ভর্তি পরীক্ষার প্রথম দিন

ছাত্রদলের মিছিলে ছাত্রলীগের হামলা : ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার প্রথম দিনে শনিবার ছাত্রলীগ-ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া এবং সংঘর্ষের কারণে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভর্তিচ্ছুদের স্বাগত জানাতে ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি জাকির হোসেন জাকির ও সাধারণ সম্পাদক সাঈদ ভূঁইয়ার নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে মিছিল করে প্রবেশ করে। এ সময় মেহের চত্বরে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ আহমেদ রাজিব, সহ-সভাপতি পারভেজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহিবুল্লাহ ও দীপুর নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা ছাত্রদলের মিছিল প্রতিহত করে। এ সময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা পালিয়ে যায়। এরপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সংঘবদ্ধ হয়ে লাঠি ও বাঁশ হাতে তাদের খুঁজতে থাকে। ফলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। পরে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সিএন্ডবি এলাকাতে

হামলা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৩

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার ছাত্রদল কর্মীদের লাঠিসোটা হাতে ধাওয়া করছে ছাত্রলীগ কর্মীরা

হামলা : ছাত্রলীগের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। এর কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্পাসে মিছিল করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ বিষয়ে সাভার থানার ওসি আসাদুজ্জামান জানান, ছাত্রদলের সঙ্গে পুলিশের কোন ধাওয়া দেয়ার ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে শনিবার দুপুরে প্রথম বর্ষে ভর্তিচ্ছুদের সাহায্যার্থে ছাত্রলীগের অভ্যর্থনা কেন্দ্রের পাশে শহীদ রফিক জব্বার হলের ছাত্রলীগ কর্মী সীমান্ত ও মওলানা ভাসানী হলের ছাত্রলীগ কর্মী নুরুন্নবীর মধ্যে বাকবিতণ্ডার কারণে এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পরে দুই হলের ছাত্রলীগের কর্মীরা রড, লাঠি, লোহার পাইপ ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে রফিক জব্বার হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা মওলানা ভাসানী হলে আক্রমণ করে। ভাসানী হলের ছাত্রলীগ কর্মীরাও পাল্টা ধাওয়া দেয়। এ সময় ছাত্রলীগের দুই নেতাসহ ৯ ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি আরিফ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিঠুন কুণ্ডু আহত হয়েছেন। এছাড়া মওলানা ভাসানী হলের সময় (ইতিহাস বিভাগ ৪১তম ব্যাচ), নুরুল (পদার্থ বিভাগ ৪১তম ব্যাচ), শহীদ রফিক জব্বার হলের ৪০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী সীমান্ত, মনির, শামীম, লিংকন এবং ৪১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী অম্ব আহত হয়। আহতদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

এদিকে উভয় হলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও তাদের ঠেকাতে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক কেউ উপস্থিত ছিলেন না। ফলে পরিস্থিতি প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও হল প্রাধ্যক্ষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। উভয় হলে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাঈদ ভূঁইয়া বলেন, ছাত্রদলের মিছিলে ছাত্রলীগ সশস্ত্র হামলা করেছে। তিনি প্রশাসনের কাছে এর বিচার দাবি করেছেন। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ আহমেদ রাজিব বলেন, সকাল থেকেই ছাত্রদল অছাত্র ও বহিরাগত নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছিল। এর অংশ হিসেবে দুপুরে ছাত্রদলের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করেছে।

এদিকে দিনভর উত্তেজনা-আতংকের মধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। দুই হলের মধ্যে সংঘর্ষের সময় বেশ কিছু ভর্তি পরীক্ষার্থী হলে আটকা পড়ে বলে জানা যায়। আতংকে কেউ কেউ হল ছেড়ে গেছে বলে জানা গেছে।

সংঘর্ষের বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. তপন কুমার সাহা বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। দোষীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে বিচার করা হবে। এদিকে ভিসি অধ্যাপক মোঃ আনোয়ার হোসেন শনিবার বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি পরীক্ষার হল পরিদর্শন করেন। শনিবার প্রায় ৩১ হাজার পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। চলতি শিক্ষাবর্ষে ২ লাখ ২০ হাজার ৯১৭ জন পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। বিভিন্ন বিভাগ ও ইন্সটিটিউটে এবার ১ হাজার ৭৯৭ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।